চুয়াডাঙ্গায় সেনা হেফাজতে বিএনপি নেতার মৃত্যুর অভিযোগ

সংগৃহীত ছবি

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপি নেতার মৃত্যুর ঘটনায় নতুন করে আলোচনায় এসেছে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের ধরন ও জবাবদিহি। এক ফেসবুক পোস্টে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের।

তিনি লিখেন, সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলুকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে অবস্থিত একটি ফার্মেসি থেকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৬ এডি রেজিমেন্টের সদস্যদের বিরুদ্ধে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, অস্ত্র উদ্ধারের কথা বলে তাকে প্রথমে জীবননগর উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে নেওয়া হয়, সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে মারধর করা হয়।

নির্যাতনের কারণে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে সেনাসদস্যরা তাকে আবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শামসুজ্জামান ডাবলু দুই সন্তানের জনক ছিলেন।

এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করছেন না স্থানীয়রা। এর আগে গত ৪ ডিসেম্বর যশোরের কেশবপুরে সেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে আটক যুবদল নেতা উজ্জ্বল বিশ্বাস কারাগারে পাঠানোর পর অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে মারা যান বলে অভিযোগ ওঠে। কারাগারে হস্তান্তরের সময় চিকিৎসা প্রতিবেদনে পাবলিক অ্যাসল্ট উল্লেখ ছিল।

এরও আগে ২১ জুলাই রাজধানীর মিরপুরে ছাত্রদলের সাবেক নেতা আসিফ শিকদারকে যৌথ বাহিনী আটক করে। নির্যাতনের পর অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয় বলে পরিবারের দাবি। একই বছরের ৩১ জানুয়ারি কুমিল্লায় তৌহিদুর রহমানকে মধ্যরাতে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার পর দুপুরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

প্রতিটি ঘটনার পর সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিবৃতি এলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে আসেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। অতীতের কিছু ঘটনায় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও মাঠপর্যায়ের অভিযানে জবাবদিহির প্রশ্ন রয়ে গেছে।

জীবননগরের সর্বশেষ ঘটনাটি দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা ও মানবাধিকারকর্মীরা।